গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি)এর গোপনীয় শাখা
খুলনা
www.khulnadiv.gov.bd

দেবপ্রসাদ পাল, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা কর্তৃক গত ০৩.১১.২০২৫ খ্রি. তারিখ মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, শার্শা,যশোর এর পরিদর্শন প্রতিবেদন:

| | |
|---|---|
| কর্মকর্তার নাম | দেবপ্রসাদ পাল |
| পদবি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা |
| তারিখ | ০৩-১১-২০২৫ খ্রি. |

০৩-১১-২০২৫ খ্রি. মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে জনাব কাজী নাজিব হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

০১। সাধারণ বিষয় :

ক) প্রতিষ্ঠানের অবস্থান: শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার বেনাপোল পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত।

খ) স্থাপিত: ০১/০১/১৯৭৮ খ্রি.

গ) প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি: ২৭/১১/১৯৭৮ খ্রি.

ঘ) বর্তমান স্বীকৃতির মেয়াদ : ৩১/১২/২০২৫ খ্রি.

ঙ) বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ: ৩১/১২/২০২৫খ্রি.

চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলতি কোর্সসমূহ : বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক।

০২। ভবনের বিবরণ : ভবন নং- ১) প্রশাসনিক ভবন ১ টি (৩য় তলা)

২) একাডেমিক ভবন ১টি (৩য় তলা)

৩) বিজ্ঞান ভবন ১টি (১ তলা)

০৩। ২০২৫ সালের শ্রেণিভিত্তিক অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের তালিকা:

| বছর | শ্রেণি | শাখা | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২০২৫ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক,খ,গ | ৩৩৭ |
| | ৭ম শ্রেণি | ক,খ | ৩৭০ |
| | ৮ম শ্রেণি | ক,খ | ৩২৬ |
| | ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ২৩৩ |
| | ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ২১৯ |
| | | সর্বমোট- | ১৪৮৫ |

০৪। ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য:

| শ্রেণি | দিবা | | মোট ছাত্রী সংখ্যা | উপস্থিত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | ছাত্র | ছাত্রী | | | |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | - | ৩৩৭ | ৩৩৭ | ৩২০ | |
| ৭ম শ্রেণি | - | ৩৭০ | ৩৭০ | ৩৪৪ | |
| ৮ম শ্রেণি | - | ৩২৬ | ৩২৬ | ২৯৩ | |
| ৯ম শ্রেণি | - | ২৩৩ | ২৩৩ | ২০৯ | |
| ১০ম শ্রেণি | - | ২১৯ | ২১৯ | ১৯২ | |
| সর্বমোট | - | ১৪৮৫ | ১৪৮৫ | ১৩৫৮ | |

৬

মন্তব্যঃ বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার উদ্বেগজনক। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এছাড়াও অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কয়েকটি টীম গঠন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। প্রত্যেক অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। এ বিষয়ে উদ্যোগী অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা যেতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে বিশেষ মতবিনিময় সভার আয়োজন করার জন্য প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করা হলো। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় চলাকালীন কোন কোচিং সেন্টারে/প্রাইভেট টিচারের নিকট যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এরূপ প্রমাণ পেলে প্রধান শিক্ষককে আবশ্যিকভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে হবে। **নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।**

০৫। বিগত ৩ বছরের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল :

| সাল | মোট পরীক্ষার্থী | কৃতকার্য শিক্ষার্থী | পাশের বিবরণ | | | | | | সর্বমোট পাশ | পাসের হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | এ+ | এ | এ- | বি | সি | ডি | | |
| ২০২৩ | ১৬৯ | ১৬৪ | ৬০ | ৭০ | ২৯ | ০৪ | ০১ | - | ১৬৪ | ৯৭.০৪% |
| ২০২৪ | ১৯১ | ১৮৬ | ৪০ | ৮৭ | ৪২ | ১৫ | ০২ | - | ১৮৬ | ৯৭.৩৮% |
| ২০২৫ | ২০৭ | ১৬৭ | ২৯ | ৬০ | ৪৫ | ২৫ | ০৮ | - | ১৬৭ | ৮০.৬৮% |

মন্তব্য: বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল সন্তোষজনক নয়। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করে তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। গৃহীত ব্যবস্থা এ কার্যালয়কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

০৬| গত তিন বছরের এস.এস.সি এর বৃত্তির ফলাফল :

| সাল | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | জিপিএ-৫ | বৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা | পাশের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৫ | ২০৭ | ২০৭ | ২৯ | ০৭ | ৮০.৬৮% |
| ২০২৪ | ১৯১ | ১৮৬ | ৪০ | ০৬ | ৯৭.৩৮% |
| ২০২৩ | ১৬৯ | ১৬৪ | ৬০ | ০৭ | ৯৭.০৪% |

০৭। পাঠাগারে রক্ষিত পুস্তকের বিবরণ :

ক) পুস্তকের সংখ্যা: ২৭০০ টি।
১. রেফারেন্স বই: ৫৫ টি।
২. অন্যান্য বই: ১৪৫ টি।
মোট বই: ২৯০০ টি।
খ) ইস্যুকৃত পুস্তক: ৫৫০ টি।
১. ছাত্র বা ছাত্রীদের নিকট-৪৫০ টি।
২. শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের নিকট- ১০০ টি।
গ) বিগত তিন বছরে ক্রয়কৃত পুস্তকের সংখ্যা ও মূল্য: ২০০ টি, ৫৮০০/- টাকা।

মন্তব্য: বই ক্রয়ের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। পাঠাগারে মহামানব ও মনীষীদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পাঠাগারগুলোতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, মহামনীষীদের জীবনী ও বিভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ক বইয়ের সম্ভার বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গৃহীত ব্যবস্থা জরুরিভিত্তিতে এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

০৮। সার্বিক নির্দেশনাসমূহ:

ক) দেশপ্রেম ও নীতিশিক্ষা: ভাষা আন্দোলন থেকে সমস্ত আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। দেশপ্রেমের সংবেদনশীল চেতনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। মহামানব ও মনীষীদের জীবনী তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাঠাগারগুলোতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, মহামনীষীদের জীবনী ও বিভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ক বইয়ের সম্ভার বৃদ্ধি করতে হবে। নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হলে বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। সুন্দর পাঠাভ্যাস শিক্ষার্থীদের মনোজগৎকে পরিশীলিত করতে পারে। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে শিক্ষার্থীরা কোনদিন বিপথগামী/পথভ্রষ্ট হবে না। মহামনীষীদের জীবনী এবং নীতিশিক্ষার উপর কনটেন্ট তৈরি করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করা যেতে পারে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বাল্যবিবাহের কুফল হাইলাইট করে নির্মিত ভিডিও/কনটেন্ট প্রদর্শন করা যেতে পারে।

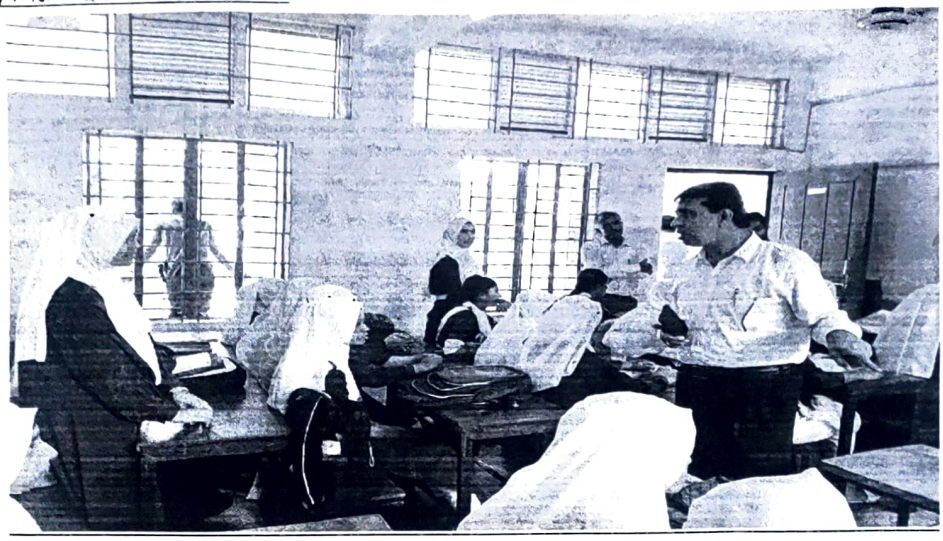

পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীরা পাঠের গভীরে প্রবেশ করতে পারছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হয়।

খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যবর্ধন: শিক্ষার মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যচর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিদ্যালয় চত্বর ও শ্রেণিকক্ষ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। প্রয়োজনে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে একটি করে প্লাস্টিক ডাস্টবিন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই ডাস্টবিন ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে শ্রেণিকক্ষের প্রতি শিক্ষার্থীরা যত্নশীল হয়ে উঠবে। বিভিন্ন ঋতুতে ফুলের বাগান তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরে বিভিন্ন ফুল, ফল ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে বেড়ে উঠবে। তাদের সৌন্দর্য চেতনা শাণিত হবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন ও সৌন্দর্যপিপাসু করে গড়ে তুলতে হবে।

গ) শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সম্পর্ক: শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সম্পর্কের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্ভব না হলে সে আদর্শ ও বিকশিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের মনোজগতে প্রথমে পিতামাতা এবং পরবর্তীতে শিক্ষক আলোর প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো আচরণ করা হলে তাদের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। তারা শিক্ষক ও পিতামাতার আদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। কাজেই জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। প্রয়োজনে নিয়মিত এ বিষয়ে মতবিনিময় সভা ও বৈঠক করা যেতে পারে। **এখন থেকে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।**

ঘ) প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা: শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিপ্রেমী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃতির উদারতা ও বদান্যতার পরশ পেলে সমস্ত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা দূর হয়ে যায়। এজন্য শিক্ষার্থীদের মাঝেমাঝে নদী, সমুদ্র, আকাশ, পাহাড়, অরণ্যের সৌন্দর্য ও অসীমতার সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এতে তাদের মনোজগতের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা অপসৃত হবে। এভাবে প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে তাদের মধ্যে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে।

ঙ) বিভিন্ন ক্লাব গঠন: শিক্ষা ব্যবস্থাকে আনন্দদায়ক করার জন্য নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব গঠন করা যেতে পারে। যেমন: ১) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্লাব, ২) বিজ্ঞান ক্লাব, ৩) ডিবেটিং ক্লাব, ৪) স্পোর্টিং ক্লাব, ৫) পরিবেশ ক্লাব, ৬ রিডিং ক্লাব ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও চৌকস করে গড়ে তুলতে হলে এই ক্লাবগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্লাবগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা স্কুলের প্রতি বেশি মনোযোগী হবে মর্মে আশা করা যায়। **জরুরিভিত্তিতে ক্লাবগুলো গঠন করে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।**

চ) উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তির গুরুত্ব: শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তির কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সময় মেলা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে এ ধরনের উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল মেলা হতে পারে। শিক্ষার্থীর ভালোলাগা বা ভালোবাসাকে কোনোভাবে অবরুদ্ধ করা যাবে না। তাদের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

ছ) শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদান নিশ্চিত করা: শ্রেণিকক্ষে শতভাগ পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। পাঠদানকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তুলতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানকে চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব। শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। না বুঝে মুখস্থ করার (Cramming) প্রবণতা কমবে। ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নিলে শিক্ষার্থীরা পাঠের গভীরে মনোনিবেশ করতে পারবে। অনুপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হারে কমবে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

জ) স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি: শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক ও চরিত্রগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্লসগাইড কার্যক্রম জোরদার ও গতিশীল করতে হবে। **এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।**

ঝ) মানচিত্র প্রদর্শন: প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশ এবং বিশ্ব মানচিত্র প্রদর্শন করতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন ও পাঠদান করা হলে শিক্ষার্থীদের মননে স্থায়ীভাবে প্রোথিত হবে। এতে তাদের সাধারণ জ্ঞানের ভান্ডারও সমৃদ্ধ হবে। **নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**

০৯। সার্বিক মন্তব্য: পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করা হয়। উক্ত সভায় শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিবার, খেলার সাথী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। শিক্ষার্থীরা কোনভাবেই যেন বিপথগামী না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনুরোধ করা হয়। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, শিক্ষকমন্ডলী ও পিতামাতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিনয়, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা দেশপ্রেম ও কঠোর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে বিকশিত ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়। একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া,সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

উপরিউক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে একটি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
দেবপ্রসাদ পাল
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি)
খুলনা।
টেলিফোন: ০২৪৭৭-৭০২০৪৪
ই-মেইল:- debprosad75@gmail.com

স্মারক নং-০৫.৪৪.০০০০.০০৯.০২.০০৪.২৪.১১৭

তারিখ ঃ ২৮ কার্তিক, ১৪৩২ / ১৩ নভেম্বর, ২০২৫

**অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ**

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

**জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ**

০১। জেলা প্রশাসক, যশোর।

16

০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর (স্কুল চলাকালীন সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৩। বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), খুলনা।
০৪। সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, এপিএ শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
০৫। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
০৬। জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর।
০৭। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শার্শা, যশোর।
০৮। সহকারী প্রোগ্রামার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (তাকে ওয়েবপোর্টালে সন্নিবেশ করার অনুরোধসহ)।
০৯। প্রধান শিক্ষক, মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, শার্শা, যশোর **[পরিদর্শন প্রতিবেদনে নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনপূর্বক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জরুরিভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো]।**

২৩-১১-২০২৫

দেবপ্রসাদ পাল
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি)
খুলনা।